রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ১৫, ২০১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০১ পৌষ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/১৫ ডিসেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৫.৩১০—প্রতিবেশী ও বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভারতের জনপ্রিয় ও প্রথিতযশা রাজনীতিক জয়ারাম জয়ললিতা গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

২। জয়ললিতার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং ভারতের সরকার ও জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৩/১২ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য ঃ টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা ঃ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪২৩ / ১২ ডিসেম্বর ২০১৬

প্রতিবেশী ও বন্ধুরাষ্ট্র ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ভারতের জনপ্রিয় ও প্রথিতযশা রাজনীতিক জয়ারাম জয়ললিতা গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

জয়ারাম জয়ললিতা ১৯৪৮ সালে মহীশুরে (বর্তমানে কর্ণাটক) জন্মগ্রহণ করেন। দশম শ্রেণির পরীক্ষায় জয়ললিতা সমগ্র তামিলনাড়ুতে প্রথম স্থান অধিকার করে গোল্ড টেস্ট পুরস্কার লাভ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৯১ সালে মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটি তাঁকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ছিল তাঁর সফল পদচারণা। ১৯৬১ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত সময়ে মোট ১৪০টি ছায়াছবিতে অভিনয় করেছেন জয়ললিতা। তামিল চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম কিংবদন্তি অভিনেত্রী ছিলেন তিনি। তামিল ছাড়াও তেলেগু ও কন্নড় ছায়াছবিতে তাঁর ছিল আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা। সত্তর ও আশির দশকে দক্ষিণী চলচ্চিত্রে সবচেয়ে সফল অভিনেত্রী হিসাবে কাজ করেছেন তিনি।

১৯৮৪ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত রাজ্যসভায় সাংসদ হিসাবে কাজ করেন জয়ললিতা। তিনি ১৯৯১ সালে অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড়া মুনেত্রা কাজাগাম দল থেকে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৯৬ সালে তাঁর মেয়াদ পূর্ণ করেন। তিনি ছিলেন তামিলনাড়ুর দ্বিতীয় নারী মুখ্যমন্ত্রী।

জয়ললিতা তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে পাঁচবার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে 'পুরুতচি থালাইভি' বা 'বিপ্লবী অগ্নিকন্যা' অভিধায় পরিচিত ছিলেন অভিনেত্রী থেকে বিশিষ্ট রাজনীতিক হয়ে ওঠা জয়ললিতা। ২০১৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হন তামিল জনমনে মাতৃআসনে সমাসীন এই নেত্রী।

দরিদ্র মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধের কারণে তামিলনাড়ুবাসীর কাছে জয়ললিতা পরিচিত ছিলেন মমতাময়ী মা হিসাবে। তাঁকে 'আম্মা' বলেই ডাকতেন তাঁরা।

বাংলাদেশের প্রতি জয়ললিতার ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি ছিল তাঁর গভীর শ্রদ্ধা। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ হারাল দীর্ঘদিনের এক শুভাকাঙ্ক্ষীকে। বিশ্বের রাজনৈতিক অঙ্গনেও সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা জয়ললিতার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছে। মন্ত্রিসভা ভারতের সরকার ও জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd